হাসপাতালে ছুটে গিয়ে বিয়ে বন্ধের করুণ আর্তি নাবালিকা ছাত্রীর

প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বন্ধ হল বিয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হাসপাতালের চিকিৎসকদের তৎপরতায় এক নাবালিকার বিয়ে বন্ধ হল। এই ঘটনায় ওই নাবালিকা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক, হাসপাতালের কাউন্সিলর দিদিমণি, বিডিও এবং স্কুলের শিক্ষকদের ধন্যবাদ জানিয়েছে। জানা গেছে, ওই নাবালিকার নাম কুসুম সাঁতরা। বয়স ১৭ বছর। বাড়ি হুগলির গোঘাট ২নং ব্লকের তারাহাট গ্রামে। সে তারাহাট সারদামণি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের একদশ শ্রেণির ছাত্রী। বাড়িতে বাবা-মা ছাড়াও এক বোন আছে। বাবা শ্রীকান্ত সাঁতরা পেশায় দিনমজুর। মা সাধারণ গৃহবধূ। একেবারেই অভাবের সংসার। তাই পরিবারের লোকেরা চেয়েছিলেন মেয়ের বিয়ে দিতে। কিন্তু কুসুম চেয়েছিল সে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে নার্সিং পড়বে। তাই সে এখন বিয়েতে আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু তার আপত্তিতে কোনও কাজ হয়নি। কয়েকদিন ধরেই দেখাশোনা চলছিল। তাকে পছন্দ করে যায়। কিন্তু কুসুম কিছুতেই এখন বিয়েতে রাজি না হওয়ায় বাবা-মা বিয়ের দিন ঠিক করতে পারছিলেন না। এই নিয়ে বাড়িতে অশান্তি চলছিল। তাই কুসুম বুধবার সকালে সোজা ছুটে যান কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে সে হাসপাতালে 'অন্বেষা' ক্লিনিকের কাউন্সিলিং দিদিমণি প্রীতিকণা বিশ্বাসকে সমস্ত কথা জানায়। সে দিদিমণিকে বলে যেভাবে হোক এই বিয়ে বন্ধ করুন। সে আরও পড়তে চায়। দিদিমণির কাছে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। প্রীতিকণাদেবী তখন বিষয়টি জানান হাসপাতালেরই চিকিৎসক বীরেশ্বর বল্লভকে। বীরেশ্বরবাবু সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করেন গোঘাট ২নং বিডিও অরিজিৎ দাসের সঙ্গে। এরপর বীরেশ্বরবাবু কুসুমকে নিয়ে বিডিও অফিসে ছুটে যান। সেখানে বিডিওকে সমস্ত কথা খুলে বলে কুসুম। তখন বিডিও সাহেব কথা বলেন গোঘাট পুলিশের সঙ্গে। এরপর বিডিও

কুসুমের তারাহাটের বাড়িতে মা-বাবার সঙ্গে কথা বলছেন বিডিও। ছবি- নিজস্ব

গোঘাট

সাহেব কুসুমকে নিয়ে তার বাড়িতে যান। সঙ্গে যান ডাঃ বীরেশ্বর বল্লভ, হাসপাতালের কাউন্সিলর প্রীতিকণা বিশ্বাস, স্কুলের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণকিশোর কুণ্ডু এবং গোঘাট পুলিশ। তাঁরা সকলে গিয়ে কুসুমের বাবা-মাকে বোঝান। ১৮ বছরের আগে বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় বলেও জানান। নির্দিষ্ট সময়ের আগে বিয়ে দিলে আইনত তাঁদের শাস্তি পেতে হবে বলেও অবগত করেন। এছাড়াও অল্প বয়সে বিয়ে দিলে বিভিন্ন রকম শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে বলেও জানানো হয়। যদিও কুসুমের বাবা শ্রীকান্ত সাঁতরা বিয়ে ঠিক হওয়ার কথা মানেন নি। কুসুমের মা মুনমুন সাঁতরা বলেন, খুব কষ্ট করে সংসার চালাতে হয়। দুই মেয়ে। তাই চেয়েছিলাম বড় মেয়ের বিয়ে দিয়ে কিছুটা হাল্কা হতে। দেখাশোনা চলছিল ঠিকই। তবে বিয়ে ঠিক হয়নি। সব কিছু শোনার পর এদিন কুসুমের বাবা-মা বিডিওকে মুচলেকা দিয়ে জানিয়ে দেন এখনই মেয়ের বিয়ে দেবেন না। ১৮ বছর বয়স হলে তারপর বিয়ের কথা ভাববেন। মেয়ে যতদিন পড়তে চায় ততদিন পড়বে। কুসুম জানায়, তার ইচ্ছা বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। তাই সে নার্সিং পড়তে চায়। বাবা-মা এখন বিয়ে না দিতে রাজি হওয়ায় সে খুব খুশি। এ বিষয়ে ডাঃ বীরেশ্বর বল্লভ বলেন, কুসুমের কথা শুনেই ভেবেছিলাম কিছু একটা করা দরকার। তাই ওকে বিডিও সাহেবের কাছে নিয়ে যাই। বিডিও সাহেব অরিজিৎ দাস বলেন, সরকার মেয়েদের পড়াশোনার জন্য অনেক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। আর্থিক অসুবিধার জন্য কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু করেছে। তাই পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে কোনও বাধা থাকতে পারে না। তিনি আরও জানান, কুসুমের পড়াশোনার ব্যাপারে প্রশাসন যথাযথ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণকিশোর কুণ্ডু জানান, কুসুম পড়াশোনায় খুব ভালো। তাই সে আবার পড়তে পারবে জেনে খুব ভালো লাগছে। আমার বিশ্বাস ও অনেক বড় হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াবে।

শিশুকে যৌননিগ্রহে গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ এক খুদে পড়ুয়াকে যৌন নিগ্রহ করার অভিযোগ তুলে এক ব্যবসায়ীকে বেধড়ক মারধর করল স্থানীয় বাসিন্দারা। বুধবার সকালের এই মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম সেখ নাজিম উদ্দিন। তার বাড়ি আরামবাগের আন্দিমহল্লা এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই ছাত্রীটি আরামবাগ গার্লস জুনিয়ার বেসিক স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী। তার বাবার অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে ওই ছাত্রী মশা মারার ধুপ কেনার জন্য স্থানীয় মুদিখানার দোকানে গিয়েছিল। সেই সময় ওই দোকানদার তাকে বাড়ির

পিছনের একটি গলিতে নিয়ে যায়। সেখানে ওই ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহ করা হয় বলে অভিযোগ। এদিকে অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেলেও মেয়ে বাড়িতে না ফেরায় তার মা দোকানে ছুটে আসে। সেখানে না পেয়ে বাড়ির পিছনের গলিতে তার মেয়েকে দেখতে পায়। মাকে দেখতে পেয়েই অভিযুক্ত ছুটে পালিয়ে যায়। এরপর বুধবার সকালে নাজিমউদ্দিন এলাকায় ফিরে এলে তাকে এলাকাবাসী ধরে বেধড়ক মারধর করে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে নাজিমউদ্দিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

তারকেশ্বরে তৃণমূলের মিছিল ও পথসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হুগলির তারকেশ্বর ব্লক ও টাউন জুড়ে তৃণমূলের একাধিক মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হল। তারকেশ্বর স্টেশন সংলগ্ন ৩নং ওয়ার্ডে তারকেশ্বর পুরসভার উপপুরপ্রধান উত্তম কুণ্ডুর নেতৃত্বে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে চাউলপট্টী মোড়ে এক প্রতিবাদ সভায় নেতৃত্ব দেন পুরপ্রধান স্বপন সামন্ত। চাঁপাডাঙ্গা ত্রিকোণ পার্কের কাছে ছাত্রনেতা মহারাজ নাগের নেতৃত্বে এক পথসভার আয়োজন করা হয়। তিনটি সভা থেকেই বিজেপির বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তোলা হয়।

এছাড়াও নদিয়ার বগুলায় দুলাল বিশ্বাসের খুনের জন্য সরাসরি বিজেপি ও সিপিএমকে দায়ি করা হয়। পুরপ্রধান স্বপন সামন্ত বলেন, কংগ্রেসকে এখন দূরবীন দিয়ে দেখতে হচ্ছে। সিপিএম তো শেষ। আর এই সুযোগে ধর্মের নামে সুরসুরি দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে পশ্চিমবাংলাকে রসাতলে পাঠানোর চেষ্টা করছে বিজেপি। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের অনেক সচেতন ও দায়িত্বশীলভাবে কাজ করতে হবে।

২০ দফা দাবি নিয়ে বাম কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলির গোঘাটের বামপন্থী কৃষক ও ক্ষেতমজুর সমূহের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল বুধবার। সিপিএমের আরামবাগ জোনাল কার্যালয় প্রাঙ্গণে এই কনভেনশনে বামফ্রন্টের বিভিন্ন নেতানেত্রী উপস্থিত ছিলেন। মূলত ২০ দফা দাবি নিয়ে এই কনভেনশন হয়। জানা গেছে, ২২ মে কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের নবান্ন অভিযানের প্রস্তুতি নিতেই এই আয়োজন। এছাড়াও এদিন নারদা কাণ্ডে অভিযুক্ত ১৩জন দোষীর পদ খারিজ এবং গ্রেফতার করতে হবে। এছাড়াও আলু এবং ধান ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করতে হবে বলে দাবি তোলা হয়। কৃষকদের পেনশন চালু, সকলের জন্য সঠিকভাবে বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা চালু দাবি তোলা হয়। এছাড়াও ১০০ দিনের কাজের বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে এই সভা থেকে অভিযোগ তোলা হয়। আরামবাগকে জেলা করার কথাও বলা হয়। এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন গোঘাটের প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক, বিনয় দত্ত, গোঘাট ১নং ব্লকের ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের সম্পাদক অরুণ কোলে, গোঘাট ১নং ব্লকের কৃষক সভার সম্পাদক ভাস্কর রায় প্রমুখ।

গাজনমেলার পর দুধপুকুরে দূষণ বৃদ্ধি

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ সদ্য শেষ হয়েছে চৈত্র গাজন মেলা। তাই তারকেশ্বরে এই মেলা উপলক্ষ্যে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছিল। স্বভাবতই এলাকার দূষণ অনেকটাই বেড়ে গেছে। তার উপর পাশাপাশি পুকুরগুলিতে সেই বর্জ্য পদার্থ ফেলা এছাড়া বাসনমাজা, কাপড়কাচা সবই করা হয়। গাজন উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী গাজনের সময় এই পুকুরগুলিতেই স্নান করে। গত শ্রাবণ মাস নাগাদ মাননীয় জেলা বিচারপতিদের তৎপরতায় এই সব পুকুরগুলির জল দূষণ অনেকটাই নাগালের মধ্যে রেখেছিলেন। প্রশাসনও ভীষণ তৎপর ছিল। কিন্তু দিন যতই এগিয়ে গেছে বাঁধন ততই নরম হয়ে গেছে। ফলে এই পুকুরগুলির উপর দূষণের অত্যাচার বেড়েই চলেছে। সেই সময় রাজ্য দূষণ পর্ষদের আধিকারিকরা দফায় দফায় তারকেশ্বরের দুধ পুকুর সহ আশেপাশে অনেক পুকুর পরিদর্শন করে গিয়েছিলেন। এর পরবর্তী সময় এই পুকুরগুলির দূষণের রিপোর্ট খুবই খারাপ আসে। তখন স্থির করা হয় বাবার মাথায় ঢালা দুধকে জলদূষণ মুক্ত করে জলে ফেলা হবে। বর্তমানে শোনা যায় সেই সব প্রক্রিয়া বিকল হয়ে এখন সোজা গিয়ে ওই পুকুরেই পড়ছে। আর অনেক পুণ্যার্থী ওই জল বাবার চরণামৃত বলে পান করেন। এখন প্রশ্ন থেকে যায় এই জলকতটা স্বাস্থ্যকর। এখনও পুকুরের চারপাশ জুড়ে বর্জ্য আবর্জনা, ফুল পড়ে রয়েছে। তাছাড়াও এই পুকুরটিতে মাছ, গুগলি, চাষ হয়। এই বিষয়ে প্রশাসন সজাগ নয়। সাধারণ লোকের দাবি প্রশাসন যেখানে বেহাল, সেখানে চেয়ারম্যান স্বপন সামন্ত বলেন, মেলা শেষ হয়েছে। এবার কিছু একটা ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জঙ্গি মোকাবিলায় প্রস্তুত হুগলি রেলপুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ জঙ্গিদের নিশানায় এবার হুগলির রেলস্টেশন ও রেললাইন। তাই সতর্কতা ব্যবস্থা হিসাবে হুগলির জি আর পি থানাগুলিতে এক সাথে বেশি সংখ্যক ব্যক্তির প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। রেলকে সুরক্ষিত রাখতে ইতিমধ্যে রেল কর্তৃপক্ষ জিআরপি আধিকারিকদের সাথে বৈঠকও করেছেন। জি আর পি সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছু জঙ্গি হুগলিকে টার্গেট করে হুগলির স্টেশন, জি আর পি থানা ও ফাঁড়িতে হামলা চালাতে পারে। তাই আগে থাকতেই জি আর পি বেশ কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সূত্রের খবর, জি আর পি থানা থেকে জঙ্গিরা অস্ত্র লুট করতে পারে এই আশঙ্কায় একসঙ্গে অনেক ব্যক্তির থানাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। অভিযোগ জানানোর অজুহাতে অনেকে একসাথে জি আর পি থানার ভিতর ঢুকে অতর্কিতে অস্ত্র লুট করতে পারে। তাই কড়া নিরাপত্তার মধ্যে অস্ত্র রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জি আর পি-র অধীনে বিভিন্ন রেলস্টেশনের ফাঁড়িগুলোয় কর্তব্যরত কনস্টেবলরা ডিউটি শেষে থানায় বন্দুক জমা করে যাচ্ছেন। আবার ডিউটি শুরুর আগে বন্দুক নিয়ে যাচ্ছেন। জি আর পির কর্তব্যরত কর্মীদের রেলস্টেশনগুলিতে কর্মরত অবস্থায় মোবাইলে নেট করতে ও গেম খেলতে নিষেধ করা হয়েছে। যেকোনও পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য একসাথে সকলকে মুভ করতে বলা হয়েছে। কোনও অবস্থাতেই যেন স্টেশনে কর্মরত কর্মীরা একা না থাকেন। একা থাকার সুযোগ নিয়ে হামলা চালাতে পারে তাই একসাথে সকলকে থাকার কথা বলা হয়েছে। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে যাতে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা যায় তার জন্য মাঝে মাঝেই জি আর পির থানাগুলিতে মক টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে এই মুহূর্তে জি আর পিও প্রস্তুত। যেকোনও মূল্যে রেলের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর।

উন্নয়ন বিঘ্নিত, অভিযোগ উপপ্রধানের

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলির আরামবাগের হরিণখোলা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতে উন্নয়ন কর্মসূচী নিয়ে আবারও অভিযোগ উঠল। এবার পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মণিমোহন সিং আরামবাগ বিডিও-র কাছে পঞ্চায়েত প্রধান মিঠু ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, পঞ্চায়েত প্রধান নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করছেন। আর এই কাজে আব্দুল আজিজ খান ও লাল্টু খান তাঁকে সাহায্য করছে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই পঞ্চায়েতের কিছু সদস্য অভিযোগ জানিয়েছিল তাঁদেরকে অন্ধকারে রেখে বহিরাগত ব্যক্তিদের দিয়ে বিভিন্ন বুথে কাজ করাচ্ছেন। এ নিয়ে আরামবাগ বিডিও অফিসে একটি বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তারপরেও পুনরায় একই অভিযোগ তুলেছেন উপপ্রধান। তিনি এব্যাপারে আরামবাগ বিডিও মহঃ বদরুজ্জামানের কাছে বুধবার লিখিত অভিযোগ জানিয়ে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপের দাবি জানান। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পঞ্চায়েত প্রধান মিঠু ঘোষ। তিনি বলেন, সকলের স্বাক্ষর করেই কাজ শুরু করা হয়েছে। কাউকে অন্ধকারে রাখা হয়নি। অন্যদিকে লাল্টু খানের বক্তব্য, বিডিও অফিসে মিটিং-এর পর আমি হরিণখোলা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতে পা রাখেনি। আমার নামে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি পুরশুড়া বিধায়ক ও আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জানেন।

আরামবাগে সানস্ট্রোকে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ সানস্ট্রোকে মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। মৃতের নাম সমীর কুণ্ডু (৫৮)। বাড়ি হুগলির আরামবাগের হরাদিত্য গ্রামে। আরামবাগ শহরের নেতাজী মোড়ে তাঁর একটি বাসনের দোকান আছে। জানা গেছে, বুধবার দুপুরে তিনি ভাত খাওয়ার জন্য হোটেলে যাচ্ছিলেন। তখন রাস্তা পার হওয়ার সময় হঠাৎই রাস্তার উপর পড়ে যান। এরপর স্থানীয় মানুষ তাঁকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ভাবাদিঘিতে বুদ্ধিজীবীদের আলোচনা সভা

সঞ্জীব ঘোষ, গোঘাট ঃ তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেললাইনের কাজের অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে এবং ভাবাদিঘির চাষীদের প্রতি আবেদন জানাতে বুধবার বিকালে গোঘাটের ভাবাদিঘি সংলগ্ন গীর্জাতলাপীঠে এক আলোচনা সভার আয়োজন করলেন আরামবাগের বুদ্ধিজীবীরা। উপস্থিত ছিলেন নকুণ্ডা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রামমোহন ভট্টাচার্য, অঘোরকামিনী প্রকাশচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পরমার্থ ঘোষ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ বাণীপ্রসাদ সেন, প্রদীপ পাল, শম্ভুনাথ মণ্ডল, পৃথ্বীশকুমার দে, সেখ সাবির আলি, চিকিৎসক সুব্রত ঘোষ প্রমুখ। এদিন সভা শেষে তাঁদের এক প্রতিনিধি দল ভাবাদিঘি গ্রামে গিয়ে সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু ভাবাদিঘির আন্দোলনকারীরা তাঁদের দাবি থেকে সরেননি। উল্টে কিছুটা বিক্ষোভ দেখান। তাঁরা ভাবাদিঘির মানুষের কাছে আবেদন জানান, আন্দোলন থেকে সরে আসার জন্য। তাঁরা বলেন, কিছু অশুভ শক্তি বাইরে থেকে তাঁদেরকে

বিপথে পরিচালনা করছে। তাই এলাকার পরিবেশ অশান্ত হচ্ছে। এই বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এই রেলপথের অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ এখানেই রয়েছে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মভিটা কামারপুকুর এবং সারদা মায়ের জন্মভিটা জয়রামবাটী। এই দুই ধর্মস্থানের সঙ্গে রেলসংযোগ তৈরি হলে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। এই সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য, এর ফলে হয়তো ভাবাদিঘির গায়ে একটু আঁচড় লাগবে। তবে তার জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ যাতে করে দেওয়া যায় সে ব্যাপারে তাঁরা সবাই সচেষ্ট হবেন। বুদ্ধিজীবীরা ভাবাদিঘি আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের অপমান আমাদের অপমান, আপনাদের যন্ত্রণা আমাদের যন্ত্রণা। আপনাদের চাওয়া পাওয়া হিসাবটা আমরা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। তবুও কারও প্ররোচনায় জড়িয়ে পড়বেন না। ত্যাগের মধ্যে দিয়ে আপনারা মহৎ প্রাণের পরিচয় দিন। যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আপনাদের ত্যাগ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। আপনাদের যাবতীয় ত্যাগ লক্ষ লক্ষ মানুষের আশীর্বাদ হয়ে ঝরে পড়ুক। এবিষয়ে বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে রামমোহন ভট্টাচার্য বলেন, এই রেলপথ যাতে হয় তাই আন্দোলনকারীদের কাছে অনুনয় বিনয় করার জন্যই এদিন আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। আসলে বাইরে থেকে ভাবাদিঘির মানুষের মনের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। আমরা ওনাদের মন থেকে সেই বিভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করছি। আমরা ওনাদের কাছে এই আন্দোলন থেকে সরে আসার অনুরোধ জানিয়েছি। আশা করি ওনারা বিষয়টি বুঝতে পারছেন এবং আন্দোলনের পথ থেকে সরে এসে এলাকার উন্নয়নে সামিল হবে। অন্যদিকে এবিষয়ে আন্দোলনকারীদের পক্ষে প্রসাদ রায় বলেন, ভাবাদিঘি বাঁচিয়ে রেল গেলে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। ওনারা এসেছেন, পরিদর্শন করেছেন ভালো কথা। আমাদের দাবি নিয়ে ওনারা ভাবলে আমরা খুশিই হব।

আরামবাগে আত্মঘাতী দুই

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ পারিবারিক অশান্তির জেরে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হল এক স্কুল ছাত্রী। মৃতার নাম কৃষ্ণা রায় (১৭)। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আরামবাগের পূর্বকৃষ্ণপুর এলাকায়। জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকালে সে বাড়িতে বিষ পান করে। এরপর আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। অন্যদিকে মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী হলেন এক বৃদ্ধ। মৃতের নাম জগন্নাথ বিট (৭৩)। বাড়ি আরামবাগের গৌরহাটী গ্রামে। জানা গেছে, অনেকদিন ধরেই তিনি শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। তাই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিনি বাড়িতেই গলায় দড়ির ফাঁস দিয়ে ঝুলে পড়েন। এরপর তাঁকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

আদিবাসী সংগঠনের সুবর্ণজয়ন্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু প্রতিষ্ঠিত আদিবাসী সমাজ শিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব হুগলি জেলার পক্ষ থেকে ২৯ ও ৩০ এপ্রিল হুগলির ইটাচুনা খন্যান গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খন্যান-ইটাচুনা মহাবিদ্যালয়ের ময়দান সংলগ্ন তালডাঙা সিধু-কানু ফুল ময়দানে উদ্‌যাপিত হবে। এই উপলক্ষ্যে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে আদিবাসী সুবর্ণ কমিটি। এপ্রসঙ্গে সংগঠনের হুগলি জেলা সম্পাদক মধুসূদন সরেন জানান, সাঁওতাল বিদ্রোহের বীর যোদ্ধা সিধু ও কানুর বংশধর, অলচিকি লিপির

স্রষ্টা পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর বংশধর সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরে মাঝি পারাগানা, জ্ঞানীগুণী, বুদ্ধিজীবীগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও থাকবেন সাংসদ রত্না দে নাগসহ বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব। এই অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়েছে।

নিরোগ ডায়গনষ্টিক
আরামবাগ, কোর্ট রোড, হুগলী
Ph. 03211-256950, Mob. 9732843677
স্পাইরাল 3D মাল্টিস্লাইস
সিটিস্ক্যান